যুগান্তর

তারিখ . 21 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৮ ... কলাম ... ৫ ...

পাটুয়াটুলীতে ব্যবসায়ী জবি শিক্ষার্থী সংঘর্ষে আহত ১২

জবি প্রতিনিধি

পুরান ঢাকার পাটুয়াটুলীতে ঘড়ি কেনাকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রোববার বেলা দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ফটকে পাটুয়াটুলী লেনে এ ঘটনা ঘটে। এতে একজন পুলিশসহ অন্তত ১২ জন শিক্ষার্থী আহত হয়। এর মধ্যে চারজনের অবস্থা আশংকাজনক। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার বেলা দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ৯ম ব্যাচের কয়েকজন শিক্ষার্থী পাটুয়াটুলীতে ঘড়ি কিনতে যায়। এ সময় তারা খুচরা ঘড়ি কিনতে 'সাইম টাইম এন্টারপ্রাইজ' দোকানে ঢুকে পড়ে। পরে শিক্ষার্থীরা ঘড়ি কিনতে চাইলে ওই দোকানের মালিক খুচরা বিক্রি করবে না বলে অসম্মতি জানায়। পরে শিক্ষার্থীরা বিক্রির জন্য জোর করলে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে ব্যবসায়ীরা শিক্ষার্থীদের ওপর অতর্কিত হামলা করে। এ সময় আশপাশের ঘড়ি ব্যবসায়ীরা যৌথভাবে হামলা চালায়। হামলায় রনি, অর্ণব, সাকিল, সজিব চার শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়। আহত অবস্থায় চারজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরে এ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ বাধে। ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে ব্যবসায়ীদের ওপর চড়াও হয়। এতে দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়। এ সময় ব্যবসায়ীদের হামলায় অন্তত ১২ জন শিক্ষার্থী আহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে কোতোয়ালি থানা পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সংঘর্ষের ঘটনায় ওই এলাকায় সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এতে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়ে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী পাইকারি দোকানে খুচরা ঘড়ি কিনতে যায়। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে তাদের ওপর ছাত্ররা হামলা চালায়। বিষয়টি অস্বীকার করে জবির শিক্ষার্থীরা বলে, আমরা খুচরা ঘড়ি কিনতে চাইলে আমাদের ওপর ব্যবসায়ীরা অতর্কিত হামলা করে। এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি। কোনো মামলাও হয়নি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড নূর মোহাম্মাদ বলেন, ঘড়ি কেনা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশি সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। গুরুতর আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে।